THIS BOOK HAS BEEN PUBLISHED WITH
DUE PERMISSION FROM THE AUTHOR
DR. ALI MOHAMED EL-SALLABI

সত্যের আধুনিক প্রকাশ

মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

معاوية بن أبي سفيان : شخصيته و عصره
—এর অনুবাদ

জীবন ও কর্ম

মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান

রাযিয়াল্লাহু আনহু

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. আলী মুহাম্মাদ সাল্লাবী

অনুবাদ

মাওলানা মঈনুদ্দীন তাওহীদ

সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

জীবন ও কর্ম মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান রা. (দ্বিতীয় খণ্ড)
মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+8801733211499

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২০ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যাবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত; +৮৮০১৭৩০৭০৬৭৩৫
প্রথম প্রকাশ : জিলকদ ১৪৪১ / জুলাই ২০২০
প্রচ্ছদ : সিলভার লাইট ডিজাইন স্টুডিও, ঢাকা
প্রুফ সংশোধন : জাবির মুহাম্মদ হাবীব

ISBN : 978-984-94929-1-7

মূল্য : ৳৬০০.০০ (ছয় শত টাকা মাত্র)

USD 20.00

অনলাইন পরিবেশক
www.islamibooks.com; www.rokomari.com
www.wafilife.com; www.boi-kendro.com

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর সামাজিক জীবন-যাপন এবং তার ইলমী খেদমত ৯

মুআবিয়া রা.-এর সামাজিক জীবন-যাপন ৯
ইলমী খেদমত ১৭

চতুর্থ অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে খারেজী সম্প্রদায় ২৭

কুফায় খারেজী আন্দোলন ৩০
বসরায় খারেজী আন্দোলন ৩৪
কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপকারিতা ৩৯
মুআবিয়া রা.-এর যুগে খারেজীদের রচিত কিছু কবিতা ৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে অর্থ-ব্যবস্থাপনা ৪৯

রাজস্বখাত ৪৯
ব্যয়খাত ৬৩
কৃষির প্রতি রাষ্ট্রের গুরুত্ব ৬৯
দেশী ও বিদেশী ব্যাবসার প্রতি গুরুত্ব ৭৫
শিল্প ও কর্ম ৭৭
মুআবিয়া রা.-এর যুগে আর্থিক ব্যয়খাতে সৃষ্ট সন্দেহ ৮১

ষষ্ঠ অধ্যায়

মুআবিয়া রা. ও উমাইয়া শাসনামলের বিচারব্যবস্থা ৯৬

উমাইয়া ও খুলাফায়ে রাশেদা ৯৬
বিচার-আচার থেকে খলীফাদের অব্যহতিগ্রহণ ৯৭
বিচারকদের ভাতা ৯৯
লিখিত আকারে রায় সংরক্ষণ এবং সাক্ষ্যের প্রচলন ১০০
বিচারকের সহকারী ১০১

নিবিড় পর্যবেক্ষণ ১০২
উমাইয়া আমলে আদালতী রায়ের উৎস ১০৩
শাসনব্যবস্থা থেকে বিচারব্যবস্থা পৃথকীকরণ ১০৪
বিচারকদের ওপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব ১০৫
মুআবিয়া রা.-এর যুগের বিচারকদের তালিকা ১০৭
মুআবিয়া রা. ও উমাইয়া যুগীয় বিচারব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য ১১০
বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে মুআবিয়া রা.-কে লেখা উমর রা.-এর চিঠি ১১২

সপ্তম অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে পুলিশ প্রশাসন ১১৪

ইরাকের পুলিশ প্রশাসন ১১৫
অন্যান্য প্রদেশের পুলিশ ১১৮
পুলিশের যিম্মাদারী ১১৯
অন্যান্য বাহিনী এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ১২৩

অষ্টম অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে প্রাদেশিক গভর্নর ও বিভিন্ন অধিদপ্তর ১২৯

মুআবিয়া রা.-এর যুগে বসরার প্রসিদ্ধ গভর্নরগণ ১৩৪
কুফা (৪১ হি.) ১৫৪
মদীনা মুনাওয়ারা ১৫৯
মক্কা-মুকাররমা ১৯১
তায়েফ ১৯১
মিসর ১৯২

চতুর্থ পর্ব

যুদ্ধাভিযান ও বিজয়সমূহ

ভূমিকা ২০২

প্রথম অধ্যায়

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদ ২১৩

মুআবিয়া রা. এবং কনস্টান্টিনোপল ২১৪
কনস্টান্টিনোপলে দখল প্রতিষ্ঠায় বিজ্ঞ কর্মপন্থা ২১৬
কনস্টান্টিনোপলের প্রথম অবরোধ ২২৩

কনস্টান্টিনোপল অবরোধকালে আবু আইয়ুব আনসারী রা.-এর শাহাদাত ২২৫
কনস্টান্টিনোপলের দ্বিতীয় অবরোধ ২২৯
উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যকার শান্তির সম্পর্ক ২৩৪
মুআবিয়া রা.-এর যুগে জুরাজিমা ২৩৯
রোম যুদ্ধের অন্যতম বীর আবু মুসলিম খাওলানী ২৪০

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে উত্তর আফ্রিকার বিজয়াভিযান ২৪৪

মুআবিয়া ইবনে হুদাইজ রা.-এর আক্রমণ ২৪৪
উকবা ইবনে নাফে এবং আফ্রিকা বিজয় ২৪৮
কায়রাওয়ান নগরীর নির্মাণ ২৪৯
উকবা ইবনে নাফের অপসারণ এবং আবুল মুহাজিরকে নিয়োগদান ২৫৮
আবুল মুহাজির দিনারের বিজয়াভিযান (৫৫-৬২ হি.) ২৬১
আফ্রিকায় উকবা ইবনে নাফের দ্বিতীয় অভিযান (৬২-৬৩ হি.) ২৬৬

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে মুআবিয়া রা.-এর বিজয়াভিযান ২৮৬

খোরাসান, সিজিস্তান ও মাওয়ারাউন নাহরের বিজয় ২৮৬
হাকাম ইবনে আমর গিফারীর নিয়োগ ২৮৮
উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ২৯০
সায়ীদ ইবনে উসমান ইবনে আফফান রা. ২৯১
সালাম ইবনে যিয়াদের বিজয়সমূহ (৫৭ হি.) ২৯৬
মুআবিয়া রা.-এর যুগে সিন্ধু অভিযান ৩০১

চতুর্থ অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর যুগে সংঘটিত যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে প্রাপ্য শিক্ষা ৩০৩

মুসলিম সেনাদের হৃদয়ে কুরআন ও হাদীসের প্রভাব ৩০৩
মুআবিয়া রা.-এর বিজয়াভিযানে গৃহীত কিছু ইলাহী রীতি ৩০৯
ইসলামী বিজয়াভিযানে মুআবিয়া রা.-এর কর্মপন্থা ৩১৮
সামরিক অভিযানে শুরার অবদান ৩২০
শাসনের প্রধান কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় সহায়তা ৩২১
পতাকা ও ঝান্ডা ৩২২
ডাক ও গোয়েন্দা বিভাগ ৩২৩
স্থল সীমা নিরাপদ করার প্রত্যয় ৩২৪
নৌসেনা ও সমুদ্রসীমার নিরাপত্তায় মুআবিয়া রা.-এর গুরুত্বপ্রদান ৩২৮
দিওয়ানুল জুনদ ও দিওয়ানুল আতা ৩৩০
বিজয়গুলোতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ইলমী প্রভাব ৩৩২
মুজাহিদদের অলৌকিক কিছু ঘটনা ৩৩৪
খোরাসানের জাবালুল আশাল অভিযানে হাকাম ইবনে আমর গিফারীর গনীমত বণ্টন ৩৩৮
সিজিস্তানের ভূখণ্ডে সিলাহ ইবনে উশাইম ও তার ছেলের শাহাদাত (৬২ হি.) ৩৪১

পঞ্চম অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর ইন্তেকাল ও পরবর্তী খলীফা ৩৪৪

ইয়াযীদকে পরবর্তী খলীফা বানানোর চিন্তা ৩৪৪
ইয়াযীদের বাইআতকল্পে মুআবিয়ার গৃহীত পদক্ষেপ ৩৪৫
পরবর্তী খলীফা হিসেবে অভিষেকের তারিখ ৩৬২
আব্দুর রহমান ইবনে খালিদ ইবনে ওয়ালীদের ইন্তেকাল ৩৬৩
পরবর্তী খলীফা হিসেবে ইয়াযীদকে নির্বাচনের কারণ ৩৬৫
ইয়াযীদের বাইআতকে কেন্দ্র করে মুআবিয়া রা.-এর ওপর আরোপিত অভিযোগ ৩৭১
পৃথিবীতে যাপিত অন্তিম দিনগুলো ৩৯২

তৃতীয় অধ্যায়

মুআবিয়া রা.-এর সামাজিক জীবন-যাপন এবং তার ইলমী খেদমত

মুআবিয়া রা.-এর সামাজিক জীবন-যাপন

১। মুআবিয়া রা. এবং আমর ইবনুল আস রা.

একবার আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, 'আমীরুল মুমিনীন, মানুষের মধ্যে আমি কি আপনার জন্য সবচেয়ে কল্যাণকামী নই?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি যা কিছু পেয়েছ, এর কারণেই পেয়েছ!'[১]

২। মুআবিয়া রা.-এর মজলিসে তর্ক-বিতর্ক

জুআইরিয়া ইবনে আসমা থেকে বর্ণিত, একবার বুসর ইবনে আরতাত মুআবিয়ার মজলিসে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে কটু কথা বলে ফেলে। ঘটনাক্রমে যায়দ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বুসরের এমন কথা শুনে তিনি লাঠি নিয়ে উঠে তাকে আঘাত করলেন। আঘাতে বুসর আহত হয়ে গেলেন। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন যায়দকে বললেন, 'তুমি একজন শামীয় সর্দার ও কুরাইশী শায়খকে লাঠি দিয়ে মারলে!' এরপর তিনি বুসরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি উমর ইবনুল খাত্তাবের ছেলের উপস্থিতিতে আলীর নিন্দা করছ; তুমি কি ভেবেছ সে এটা সহ্য করবে?' এভাবে তিনি উভয়ের মধ্যে মিটমাট করে দিলেন।[২]

৩। এ ব্যাপারে আমি তোমার চেয়ে অধিক হকদার

[১] *তারীখে তবারী*, ৬/২৫৩।
[২] *প্রাগুক্ত।*

একবার মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার নিকট উর্বর ভূমিতে বয়ে চলা প্রস্রবণের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই।' এ কথা শুনে আমর ইবনুল আস রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমার কাছে একজন অবগুণ্ঠিতা বুদ্ধিমতি আরব রমণীর সাথে রাত যাপনের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছুই নেই।'

আমর ইবনুল আসের গোলাম উয়িরদান তখন বললেন, 'ভাইদের ওপর দয়াপরবশ হতেই আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে।' মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তার এ কথা শুনে বললেন, 'এ ক্ষেত্রে তো তোমার চেয়ে আমার হক বেশি।' উয়িরদান বললেন, 'তাহলে আপনার পছন্দের কাজটিই করেন।'[৩]

৪। সে আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দিয়েছে

মদীনা মুনাওয়ারার গভর্নর আমীরে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ডাক পাঠানোর পূর্বে ঘোষণা করতেন—আমীরুল মুমিনীনের কাছে কারও কিছু বলা থাকলে সে যেন তা লিখে দেয়। একবার যির ইবনু হুবাইশ অথবা আইমান ইবনে খুরাইম ছোট একটি টুকরো চিঠি লিখে অন্যান্য চিঠির ভেতর গুঁজে দিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল :

إذا الرجال ولدت أولادها واضطربت من كبر أعضادها
وجعلت أسقامها تعتادها فهي زروع قد دنا حصادها

মানুষ যখন সন্তানের জনক হয়, বয়সের ভারে হাড়গুলো খুলে খুলে পড়ে। অসুস্থতা তার সাথে দেখা করে হার-রোজ—তাহলে সে যেন জেনে নেয়, ফসল কাটার সময় ঘনিয়ে এসেছে।

চিঠিটি পড়ে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বলতে লাগলেন, 'সে আমাকে আমার মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছে।'[৪]

৫। বনু উমাইয়ার এক কবিকে মুআবিয়া রা.-এর নসীহত

মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু আব্দুর রহমান ইবনে হাকাম বিন আবুল আসকে বলেন, 'ভাতিজা, তুমি তো কবিতা আবৃত্তি করে থাকো। নারীদের দেহ-সৌন্দর্য

[৩] *প্রাগুক্ত*, ৬/২৫৪।
[৪] *প্রাগুক্ত।*

ও সৌষ্ঠব বর্ণনা থেকে সতর্ক থেকো; অন্যথায় তুমি ভদ্র নারীর সাথে খারাপ আচরণে লিপ্ত হয়ে যাবে। কাউকে নিয়ে বিদ্রুপ করো না; অন্যথায় তুমি মর্যাদাবানদের হেয় করবে এবং ছোটলোকদের তাদের বিরুদ্ধে উসকে দেবে। কারও অতিরিক্ত প্রশংসা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে; কারণ, এটা খারাপ লোকদের জন্য খাবারের কাজ করে । নিজের গোত্রের কীর্তি নিয়ে গর্ব করবে; এমন দৃষ্টান্ত পেশ করবে, যাতে তুমি নিজে সজ্জিত হতে পার এবং অন্যকে ভদ্রতা শেখাতে পার।'[১]

৬। এমনটা বলো না যে, আমার ঘর বসরায়; বরং বলো—বসরা আমার ঘরে

এক ব্যক্তি ঘর নির্মাণের জন্য মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর কাছে ১২ হাজার কাঠের সহযোগিতা চাইল। মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় তোমায় ঘর?' সে বলল, 'বসরায়।' মুআবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঘরের পরিমাপ কত?' উত্তরে সে বলল, 'ছয় মাইল দৈর্ঘ, ছয় মাইল প্রস্থ।' এত বিশাল পরিমাণের কথা শুনে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এবার তাকে বললেন, 'বসরায় আমার ঘর, এমনটা না বলে; বরং বলো—বসরা আমার ঘরে।'[২]

৭। আমি জানতাম, এই অধিক আহারই তাকে অসুস্থ করে তুলবে

বর্ণিত আছে, একবার এক ব্যক্তি তার ছেলেকে নিয়ে এসে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে খাবার খেতে বসে গেল। ছেলেটি খুব দ্রুত ভক্ষণ করতে থাকল। মুআবিয়া তাকিয়ে রইলেন। লোকটি ছেলেকে এমন করতে বারণ করলেও সে শুনছিল না। খাবারের পর তারা বের হলে লোকটি তার ছেলেকে তিরস্কার করল এবং দ্বিতীয়বার ঢুকতে নিষেধ করল। পুনরায় মুআবিয়ার সাথে সে একা সাক্ষাৎ করতে এলে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার ছেলে কোথায়?' সে জওয়াব দিল, 'অসুস্থ হয়ে গেছে।' মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি জানতাম, এই অধিক আহারই তাকে অসুস্থ করে তুলবে।'[৩]

[১] *প্রাগুক্ত।*
[২] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১১/৪৫৩।
[৩] *প্রাগুক্ত।*

৮। আপনি আমার খাবারের লোকমাতে চুল দেখতে পাচ্ছেন?

বর্ণিত আছে, একবার মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু এক বেদুইনকে বললেন, 'তোমার খাবারের লোকমা থেকে চুল সরিয়ে ফেলো!' সে বলতে লাগল, 'আপনি আমার খাবারের লোকমায় চুল দেখতে পাচ্ছেন? আল্লাহর শপথ, আমি আপনার সাথে বসে খাবার খাব না।'[৪]

৯। আপনি পোশাকের সাথে কথা বলছেন না; বরং পোশাক পরিহিতের সাথে কথা বলছেন

একবার এক ব্যক্তি সাধারণ পরিধেয় পরে মুআবিয়ার সামনে এসে তাকে সম্বোধন করল; কিন্তু মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু পোষাকের কারণে তাকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। লোকটি বুঝতে পেরে বলে ওঠে, 'আমীরুল মুমিনীন, আপনি পোশাকের সাথে কথা বলছেন না; বরং পোশাক পরিহিতের সাথে কথা বলছেন।'[৫]

১০। মেয়ে আমার, এ তো তোমার স্বামী; আল্লাহ যাকে তোমার জন্য হালাল করেছেন

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের হিন্দা বিনতে মুআবিয়াকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর বাসররাতে আব্দুল্লাহ নবদুলহানের কাছে যেতে চাইলে হিন্দা কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বসেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমের এতে হিন্দাকে প্রহার করলে তিনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন। দাসীরা এমন চিৎকার শুনে নিজেরাও কান্নাকাটি শুরু করে দিলে মুআবিয়া অবস্থা জানার জন্য তাদের কাছে গেলেন। তারা জানাল, 'আমাদের মালিকার আওয়াজ শুনে আমরাও চিৎকার করা আরম্ভ করেছি।' মেয়ের কাছে গিয়ে দেখেন সেও মার খেয়ে কাঁদছে। তিনি এবার ইবনে আমেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পরিতাপের বিষয়, এমন একটা মেয়েকে আজকের মতো রাতে মারতে হয়?' এরপর তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তুমি একটু বাইরে যাও!' এবার তিনি মেয়ের কাছাকাছি গিয়ে বললেন, 'মেয়ে আমার, সে তো তোমার স্বামী; আল্লাহ তাকে তোমার জন্য হালাল করেছেন। তুমি কি কবির এই কবিতা শোনোনি?'

[৪] *আল-মুনতাখাব ওয়াল মুখতাসার*, পৃষ্ঠা : ৫৫৯।
[৫] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ১১/৪৫৩।